96তম এসপেরান্তো বিশ্বকংগ্রেসের উদ্বোধনে
UNFPA, নর্ডিক অফিসের প্রধান
**শ্রীমতী পারনিল ফেংগার**-এর ভাষণ
কোপেনহেগেন, জুলাই 23, 2011

আজ এখানে এই এসপেরান্তো বিশ্বকংগ্রেসে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণের জন্য কোপেনহেগেনের জাতিসংঘের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই।

কোপেনহেগেনে হাজারেরও বেশি জাতিসংঘের কর্মী আছেন, ফলে কোপেনহেগেন পশ্চিম দুনিয়ায় জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির অন্যতম। মুখ্যত কোপেনহেগেনে জাতিসংঘের অনেকগুলি সংস্থা রয়েছে যারা বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশে জনকল্যাণকর্মসূচীর উদ্দেশ্যে ওষুধপত্র, সরঞ্জাম ও পেশাদারিত্ব ক্রয় করে। আমি নিজে জনসংখ্যা সংক্রান্ত ইউ এন তহবিলের নর্ডিক অফিসে কাজ করি।

কয়েকটি সাধারণ তথ্যের নকশা দিয়ে শুরু করা যাক।

এই বছর 31 অক্টোবর বিশ্বের জনসংখ্যা সাতশো কোটি ছাড়িয়ে যাবে। আমাদের ইতিহাসে দিনটি তাই উল্লেখযোগ্য। গত তেরো বছরে আমাদের সংখ্যা একশ কোটি বেড়েছে। মানুষ এখন আরও সুস্থভাবে, আরো বেশি দিন বাঁচে, অনেক দম্পতিই কম সংখ্যক সন্তান চায়। বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশিই আজ শহরে বাস করে, এবং জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধিও ঘটবে এই শহরাঞ্চলেই।

সাতশো কোটির মধ্যে শিশু ও তরুণ-তরুণী 1.8 কোটি। ইতিহাসের বৃহত্তম তরুণ প্রজন্ম এরাই। তরুণদের 90% বাস করে উন্নতিশীল দেশগুলিতে। আমি মনে করি আপনাদের কংগ্রেসের বিষয়বস্তু বিশ্বের তরুণসম্প্রদায়কে যথাযথ আলোকিত করছে।

তারুণ্যের জন্যে বিনিয়োগ মানে পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্যে বিনিয়োগ।

বিশ্বের তরুণ সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের বাস আফ্রিকায়। এই বিশাল শিশু ও তরুণ প্রজন্মই আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে সোনা ফলাতে পারে যদি তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় ও তারা স্বেচ্ছায় পরিবারপরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে ঘটবে শ্রমের প্রাচুর্য, যেহেতু এবার স্বল্পসংখ্যক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শিশুদের অন্নসংস্থান করতে হবে। ঠিক এই পন্থাতেই একসময়ে পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির চাকা গড়িয়েছিল।

আগামী দিনের শিশু ও তরুণ-তরুণীদের ভবিষ্যৎ প্রস্তুত করার তাৎপর্য হল তারা যেন পেটে খিদে নিয়ে না ঘুমোয়, দরকারি প্রতিষেধক-টিকা ইত্যাদি পায়, স্কুলে যায়, আর হিংসার শিকার না হয়। এই মুহূর্তে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা এককোটি দশলক্ষ। এদের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। খাদ্য ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় যোগানের উন্নতির ব্যাপারে জাতিসংঘ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

তরুণদের জন্য যৌনশিক্ষার সুযোগ ও স্বাস্থ্যপরিষেবার বন্দোবস্তও থাকা চাই। তাদের নিজেদের সম্পর্কিত যে-কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদেরও যুক্ত ও অবহিত থাকার অধিকার আছে। আরবদুনিয়ার সাম্প্রতিক নবজাগরণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে তরুণপ্রজন্ম খুব স্বাভাবিক নিয়মেই নিজেদের সমাজের সক্রিয় অঙ্গ হয়ে ওঠার দাবিদার।

বহু কারণেই সারা পৃথিবীতেই তরুণীদের জন্য বিনিয়োগ বিশেষ ভাবে জরুরি, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই শিক্ষার সুযোগ পায় না, নিচুমানের ভারি কাজ করে, আর প্রায়শই সন্তানদের খাবার জোগাড়ের দায়িত্ব তাদের একার কাঁধেই থাকে। আফ্রিকার 80% খাদ্য উৎপাদন মহিলারাই করে।

কাজেই যদি তরুণীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর বিনিয়োগ করা হয় তাহলে জীবন বাঁচানো, উৎপাদনশীলতা আরও জোরদার করা, ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন সম্ভব হবে। একই সঙ্গে এই বিনিয়োগ স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ফলপ্রসূ হবে। শিক্ষিত ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী তরুণীরা বাল্যবিবাহ, অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব ও এইচ আই ভি সংক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ হবে।

উন্নতিশীল দেশগুলিতে 15 থেকে 19 বছর বয়সী তরুণীদের মৃত্যুর কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতৃত্ব ও প্রসবজনিত। তরুণীরা প্রায়শই মারা যায় নিরাপত্তাহীন বিপজ্জনক গর্ভপাতের কারণে। অধুনা 21 কোটি 50 লক্ষ মহিলা মাতৃত্ব চায় না, কিন্তু কোনো গর্ভনিরোধকও ব্যবহার করে না। এই সব সমাধানযোগ্য চ্যালেঞ্জের সহজেই প্রতিবিধান সম্ভব। প্রয়োজন শুধু ইচ্ছের।

2000 সালে বিশ্বের 189 জন রাষ্ট্রনায়ক দারিদ্র্যের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন রোধ কল্পে দৃঢ়পদক্ষেপ নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই প্রেক্ষিত থেকেই জন্ম হয় জাতিসংঘের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্‌স্‌-এর।

বিশ্ববাসীর জন্য জীবনধারণের উপযুক্ত উন্নতমানের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আটটি লক্ষ্য বা গোল নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং 2015 সালকে লক্ষ্যপূরণের সময়সীমা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্‌স্‌-এর কেন এই বিশেষ গুরুত্ব?

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্‌স্‌ হল সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বিশিষ্ট ও সময়-শর্ত আরোপিত একগুচ্ছ লক্ষ্য যা দারিদ্র্য, অনাহার, অস্বাস্থ্য, প্রসবকালীন মৃত্যু, নিরক্ষরতা এবং মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার।

অধিকন্তু, এই লক্ষ্যপূরণের অঙ্গীকার অনুমোদন করেছে জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্যদেশ, জাতিসংঘের পুরো বিধিব্যবস্থা, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল। বিষয়টা উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ভাগাভাগির।

ইতিমধ্যে বড়মাপের অগ্রগতি হয়েছে। নজরে পড়ার মতো সাফল্য এসেছে। অন্যসবের মধ্যে পাঁচবছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। এখন দৈনিক আগের চেয়ে বারোহাজার কম শিশুমৃত্যু ঘটে। অনেক বেশি সংখ্যক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে। আজ 89% শিশু স্কুলে যাচ্ছে। প্রায় দুশোকোটি মানুষ বিশুদ্ধ জল পাচ্ছে।

তবে এই অগ্রগতির বন্টন অসম। উন্নতিশীল দেশগুলির দরিদ্রতম ও প্রান্তিক মানুষজন এখনো এই সাফল্যের আওতায় আসেনি, উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে তাদের কোনো যোগই নেই। সারা বিশ্বে এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁচে আছে, শিক্ষার সুযোগ নেই, প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিষেবা নেই, পানীয় জল নেই, শৌচাগার নেই। চরম দরিদ্রতম শ্রেণিতে রয়েছে ছোটো মেয়েরা, মহিলারা ও প্রান্তিক জনগণ। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্‌স্‌-এর অর্থ এই নয় যে বিশ্বের সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার দায়িত্ব কেবলমাত্র দেশের নেতা ও জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠানগুলির। এ আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব।

এই পৃথিবী আমাদের সকলের যৌথ বাসভূমি। সেই সূত্রে আমরা সকলেই পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ও এই গ্রহকে সকলের জন্য বাসযোগ্যতম করে গড়ে তোলার কাজে দায়বদ্ধ। এখনও বহু মানুষ চরম দারিদ্র্যে দিন যাপন করবে – এটা মেনে নেওয়া যায় না বলে আমরা সারা বিশ্বে মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করছি। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেও আমদের কর্মসূচি চলছে।

বিভিন্ন ভাবে পৃথিবীকে সুন্দরতর করে তোলার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া যায়। আমরা আমাদের এলাকার সংগঠনে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে অংশগ্রহণ

করতে পারি। আমরা প্রত্যেকেই ভোক্তা হিসেবে নিজের নিজের অভ্যাস বদলে ফেলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দূষণ কমাতে পারি, জলের অপচয় বন্ধ করতে পারি এবং পরিবেশ বাঁচানোর লক্ষ্যে পূর্ণ সহায়তা করতে পারি। আমরা উৎপাদনের কাজে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করার ও নিরাপদ শর্ত আরোপ করার দাবি জানাতে পারি।

2000 সালে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে যে দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বাক্ষর করেছিল আমরা তাদের সে-সবের প্রতি দায়বদ্ধ হতে বাধ্য করতে পারি। একটুও গাফিলতি না করে 2015-র পরে অনুমোদনযোগ্য নতুন লক্ষ্যসমূহের পরিকল্পনা শুরু করতে বলতে পারি, যে-সব পরিকল্পনা আগামী দিনে শক্তি ও পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এসপেরান্তো আন্দোলন স্পষ্টতই সংস্কার সাধনের কাজে এক জরুরি মঞ্চ।

অত্যন্ত জরুরি হল তরুণ প্রজন্মকে দিয়ে কাজ করানো – এই বিষয়টার ওপর জোর দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করার অনুমতি দিন। বিশ্বের জনসংখ্যার 40%-এরও বেশি এরাই। এরা উৎসাহী, এরা খোলামনে নতুন প্রযুক্তি ও কাজকর্মের নতুন ধারাকে গ্রহণ করে। এদের অনেকেই কার্যত প্রযুক্তি-চালিত সামাজিক যোগাযোগের সৌজন্যে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং নতুন রীতির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নকশা নির্মাণে নিরত। নতুন সবুজ-প্রযুক্তি ও শক্তির বিকল্প-উৎস উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে বহু শিশু ও তরুণ-তরুণী যে প্রান্তিকতায় নির্বাসিত, বঞ্চিত অথবা বিপর্যয়ের শিকার - এটাও যেন আমাদের নজর না এড়ায়। এদের অধিকার আছে আমাদের কাছ থেকে নিরাপত্তা ও সাহায্য দাবি করার। বর্তমান বিশ্বে আমরা যে ভীষণ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে রয়েছি, দুর্ভাগ্যবশত প্রায়শই এই তরুণ প্রজন্মকেই এর জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়।

বিজ্ঞজনে বলেন – নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দূরদর্শীতার শ্রেষ্ঠ পন্থা হল নিজেই তা নির্মাণ করা। আমি নিশ্চিত যে আগামী কদিনে আপনাদের প্রভূত সুযোগ আসবে সাতশো কোটি মানুষের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনাদের নিজের নিজের সুচিন্তিত মত বিনিময়ের।

কোপেনহেগের জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আমি কামনা করি এই কংগ্রেস ফলপ্রসূ ও সাফল্যমণ্ডিত হোক। আপনাদের মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ।

*Tradukita de Mina Dan*

*Originalo:*
*Tale af Pernille Fenger, Chef for FN's Befolkningsfond's (UNFPA) Nordiske Kontor ved åbningen af Esperanto verdenskongres i Bella Centreret, d. 23. juli 2011*